# ওয়েষ্ট বেঙ্গল মোশন পিকচার আর্টিস্টস্ ফোরাম

## বার্ষিক সাধারণ সভা

২০০৭

## সম্পাদকীয় রিপোর্ট

প্রিয় বন্ধু,

ন' বছর হয়ে গেল। ফোরাম এগিয়ে চলেছে। একে অপরের সুখ, দুঃখের সাথী হওয়ার, বিপদে পরস্পরের পাশে দাঁড়ানোর, একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আরও বড় লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার যে মানসিকতা থেকে এই ফোরামের জন্ম, যাত্রা শুরু, আমাদের সেই যাত্রা আজও অব্যাহত।

এই ক' বছরে বেশ কিছু গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন আমরা হয়েছি। এর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন এবং গুরুতর ছিল শিল্পীরা কাজ করার পর সময়মতো পারিশ্রমিক না পাওয়া। সমস্যা বাড়তে বাড়তে এই সময়টা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় এক বছরও দাঁড়িয়ে গেছিল। গত দু'তিন বছর ধরে আর্টিস্ট ফোরাম ঐকান্তিকভাবে এই সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করেছে। প্রচুর মিটিং, সেমিনার ইত্যাদির পর ২০০৬-এর শুরুতে খানিকটা আশার আলো দেখা গেছিল এবং ২০০৬-এর মাঝামাঝি সময়ে আমরা সেই সমস্যার সমাধান করতে পেরেছি। শিল্পীদের পারিশ্রমিক, কাজের পরিবেশ, আচরণবিধি সংক্রান্ত একটি চুক্তিপত্র আমরা করেছি প্রযোজক সংস্থার সাথে। আপনারা সবাই জানেন এই চুক্তিপত্র গত ১৫ই জুলাই, ২০০৬ থেকে কার্যকর করা হয়েছে। পারিশ্রমিক সংক্রান্ত নিয়মটির ফল পাওয়া শুরু হয় ১ লা সেপ্টেম্বর, ২০০৬-এ। এর পর থেকে এখনও পর্য্যন্ত কোন বিষয়ে কোন অভিযোগ আমাদের কাছে আসেনি। যেটার থেকে বলা যায় যে আমাদের ফোরামের চুক্তি সফল।

নবীন শিল্পী যাঁরা আসছেন, তাঁদের প্রতিভা বিকাশ ও প্রর্দশনের জন্য ফোরাম কিছু করার চেষ্টা অনেকদিন ধরেই করছিল। এ বছর আমরা সেই কাজ শুরু করতে পেরেছি। গত ১০ই সেপ্টেম্বর, ২০০৬-এ মধুসূদন মঞ্চে একটি সারাদিন ব্যাপী একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা হয়। যাতে ছ'টি নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছিল, এবং অভিনয় করেছিলেন ফোরামের নবাগত শিল্পীরা ছ'জন পরিচালক পরীক্ষার ভিত্তিতে এই নাটকের শিল্পীদের নির্বাচন করেন। এই নাটকগুলির পরিচালকরা ছিলেন ১) শ্রী তমাল রায় চৌধুরী, ২) শ্রী রজৎ গাঙ্গুলী, ৩) শ্রী জয়ন্ত দত্ত বর্মন, ৪) কাঞ্চন মল্লিক ও রুদ্রনীল ঘোষ, ৫) শ্রী সমিত সরকার, ৬) শ্রীমতি সুদেষ্ণা রায়। ৩৭ জন শিল্পী এই নাটকে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই নাটকগুলি দেখতে এবং নতুন শিল্পীদের কাজ দেখতে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম বেশ কিছু প্রথিতযশা সিনেমা ও সিরিয়াল পরিচালকদের। তাঁরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আমাদের এই প্রয়াসের উদ্দেশ্যকে সফল করেছেন। আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। বেশ কয়েকজন সহকারী পরিচালকও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং পরবর্তীকালে এই নাটকের শিল্পীদের মধ্যে থেকে বেশ কয়েকজনকে কাজও দিয়েছেন। তাঁদের ধন্যবাদ। আমাদের প্রয়াস আমরা ভবিষ্যতে চালিয়ে যেতে পারব বলে আশা রাখি। এই নাটকগুলিতে শিল্পী নির্বাচন করার জন্য আমরা প্রত্যেকটি ষ্টুডিওতে পোষ্টার দেওয়া হয়েছিল সমস্ত নতুন সদস্যদের অবহিত করার জন্য। বেশ কিছু শিল্পী সাড়া দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে ঐদিন ৬২ জন অভিনেতা হাজির থাকলেও মাত্র ১৩ জন অভিনেত্রী হাজির ছিলেন পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। নবাগতা মহিলা শিল্পীদের মধ্যে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার অনীহা হতাশাব্যঞ্জক। আমরা আশা করব ভবিষ্যতে নবাগতা অভিনেত্রীদের এই অনীহা দূর হবে।

এবারে আশা যাক আমাদের অর্থিনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য আমরা যে অনুষ্ঠানগুলি করি তার বিষয়ে।

গত ৪ঠা আগষ্ট, ২০০৬-এ প্রত্যেক বছরের মত এবারেও আমরা কিশোর কুমারের জন্মদিন উপলক্ষ্যে নজরুল মঞ্চে IDEAS পরিচালিতঅনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলাম। IDEAS-এর তরফ থেকে ফোরামের ফান্ডে ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয় এবং শ্রী প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জী ব্যক্তিগতভাবে ১লক্ষ ২০ হাজার টাকা ফোরামের ফান্ডে দেন। এই অনুষ্ঠানে ফোরামের তরফ থেকে

শ্রীমতি রুমা গুহঠাকুরতা, শ্রীমতি লিলি চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত মনু মুখোপাধ্যায়কে মানপত্র ও ১০,০০০ (দশ হাজার টাকা) প্রত্যেককে সাম্মানিক হিসাবে দিয়ে শ্রদ্ধা জানান হয়।

থ্যালাসেমিয়া সোসাইটির (মেদিনীপুর) উদ্যোগে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন আর্টিষ্ট ফোরামের শিল্পীরা। সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের পারিশ্রমিক হিসাবে আমরা পেয়েছিলাম ৮ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা, যা থেকে ১ লক্ষ টাকা আমরা থ্যালাসেমিয়া পেশেন্টদের সুচিকিৎসার জন্যই সংস্থাকেই দান করেছি।

কলকাতার একটি থ্যালাসেমিয়া সংগঠনের উদ্যোগে মোহনবাগান ক্লাব প্রাঙ্গনে আয়োজিত একটি ফুটবল ম্যাচে অংশগ্রহণ করে আমাদের ৩০ হাজার টাকা অনুদান পেয়েছি।

প্রত্যেক বছরের মতো এবারেও আমরা Eastern India Cinetel Welfare Trust-কে ১ লক্ষ টাকা দিয়েছি প্রবীন অভিনেতা অভিনেত্রীদের আর্থিক সাহায্য দেবার জন্য যা তাঁরা বিগত অনেক বছর ধরে সাফল্যের সঙ্গে করে আসছেন। নতুন সদস্যদের জন্য এ বছরে আবেদন করেছিলেন ৪৪৬ জন। আমাদের সদস্য নির্বাচন কমিটি এঁদের মধ্যে থেকে ১৫৭ জনকে এই বছরের অস্থায়ী সদস্য এবং ৯৪ জনকে স্থায়ী সদস্য হিসাবে মনোনীত করেছেন। গত বছর যে ৩৮৮ জনকে এক বছরের অস্থায়ী সদস্যপদ দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে থেকে ১২৯ জন সদস্যপদ নবীকণের আবেদন করেন এবং এখনও পর্য্যন্ত ২০ জনকে স্থায়ী সদস্যপদ দেওয়া হয়েছে।

''অন্য আমি'' সিরিয়ালটির শিল্পীদের পারিশ্রমিক দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া পড়ে রয়েছে। এ নিয়ে প্রযোজরে সঙ্গে আমরা নিরন্তর কথা বলে চলেছি। তিনি কলাকুশলীদের বকেয়া ইতিমধ্যে দিয়ে দিয়েছেন এবং শিল্পীদের টাকা কিস্তিতে দেবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন। প্রথম কিস্তি কিছু দিনের মধ্যেই পেয়ে যাব বলে আশা করছি।

''ছায় মানুষ'' সিরিয়ালটি আকস্মিকভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রচুর শিল্পীর টাকা অনাদায়ী থেকে যায়। আমরা প্রযোজকের সঙ্গে যোগাযোগ করি। প্রযোজক আমাদের ফোরাম ও ফডারেশনের কাছে সাহায্য চায়। এরপর Co-ordination Committee-র মধ্যস্থতায় অবস্থা আয়ত্তে আসে। প্রযোজকের কাছ থেকে আমাদের সদস্যদের বকেয়া টাকা খুব শীঘ্রই আমরা পেয়ে যাব।

অতি সম্প্রতি শ্রী রমেশ গান্ধী (রেনবো প্রোডাকশনস্) শিল্পীদের বকেয়া প্রাপ্য চেক মারফৎ 1,41,387/- ফোরামে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেই চেক দেওয়া শুরু হয়ে গেছে।

দীর্ঘদিন ধরে আমরা ভাবছিলাম কিভাবে প্রবীন শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা যায়, তাঁদের সাথে বাকিটা সময় অন্তত কাটানো যায়। প্রবীন ও নবীনদের মিলন ঘটাতে আমরা গত বছর ১লা বৈশাখের দিন নববর্ষ বরণ''-এর আয়োজন করি। অনেক প্রবীন শিল্পী আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেক তাঁদের অভিজ্ঞতা, তাঁদের গল্প,তাঁদের ভালো লাগা নবীনদের সাথে ভাগ করে নিয়ে অনুষ্ঠানটিকে এক অসাধারণ মাত্রায় নিয়ে যান। তাঁদের জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম।

এ বছরই আমরা এক অযাচিত বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলাম আপনারা সবাই জানেন। সরকার এই Technicians' Studio-বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়াতে আমরা সবাই এর প্রতিবাদ করেছি, অবস্থান করেছি। কিন্তু কোন ফল পাইনি। এমতবস্থায় যে কেনদিন এই ষ্টুডিও নোটিস দিয়ে সমস্ত কাজ বন্ধ করে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাদের ফোরামের অফিসেও স্থানান্তরিত করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে আমরা সবাই একসাথে এই সমস্যার সমাধান করতে পারব বলে আশা রাখি।

ধন্যবাদান্তে,

**প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়**
**সম্পাদক**
*ওয়েষ্ট বেঙ্গল মোশন পিকচার*
*আর্টিস্টস্ ফোরাম*